ক্যাসিনো সম্রাজ্ঞী সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর স্ত্রী মোনালিসা গ্রেফতার

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন পত্নি ও যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি সৈয়দা মোনালিসাকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী।
রবিবার (১৬ ফেব্রæয়ারী) দিবাগত রাতে ঢাকার ইস্কাটন রোডের একটি বাড়ি থেকে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।
একটি বিশ্বসস্থ সূত্রের বরাত দিয়ে মেহেরপুর সদর থানার ওসি শেখ মেজবাহ উদ্দীন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
সৈয়দা মোনালিসার নামে মেহেরপুরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার উপর হামলাসহ বেশ কয়েকটি অভিযোগে তিনটি মামলা রয়েছে।

প্রশাসনসহ এলাকার মানুষ এতোদিন জানতেন মন্ত্রী পতিœ সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম সরকার পতনের পরপরই কানাডাতে পালিয়ে গেছেন। কানাডাতে পালিয়ে যাওয়ার ভূঁয়া তথ্য মন্ত্রীরর পরিবার ও দোষররা সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছিল।
এদিকে সৈয়দা মোনালিসা ইসলামের গ্রেফতারের খবর মেহেরপুর জেলায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলিতে ভাইরাল হওয়ায় অনেকস্থানে আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করেছেন জনগণ।

খোদ আওয়ামীলীগের নেতা ও স্থানীয়রা জানান, ফরহাদ হোসেন ও তার স্ত্রী সৈয়দা মোনালিসা মিলে মেহেরপুর জেলার মানুষকে শাসন ও শোষন করেছেন। মন্ত্রী যতটা না ক্ষমতাধর ছিলেন সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম ছিলেন তার চাইতে বেশি ক্ষমতাধর।

প্রশাসন, গোয়েন্দা বিভাগ ও স্থানীয় অনলাইন জুয়াড়িরা জানিয়েছেন, মেহেরপুর জেলায় অনলাইন জুঁয়ার মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা অবৈধপথে রাশিয়াতে গেছে। অনলাইন জুঁয়া নিয়ন্ত্রক ছিলেন সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম। জেলার কয়েক হাজার যুবক, তরুণ এই অনলাইন জুঁয়ায় আসক্ত। অনলাইন জুঁয়াড়িদের আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাপোর্ট দিয়ে হাতিয়ে নিয়েছেন কয়েক হাজার কোটি টাকা। এনিয়ে জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে বারবার সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পরেও প্রশাসন

তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। অনলাইন জুঁয়াড়িদের দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তা ও আইনী সুরক্ষা। সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম ছিলেন অনলাইন জুয়াড়িদের স¤◌্রাগী। আর এই কথা বলেছেন, সাবেক মন্ত্রীর ছোট ভাই বর্তমানে দুটি মামলায় গ্রেফতার জেলা যুবলীগের আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল। তিনি বলেছেন, মোনালিসা ইসলাম অনলাইন জুয়ার নিয়ন্ত্রক ছিলেন; ‘ক্যাসিনো সম্রাজ্ঞী’ হিসেবে তিনি পরিচিত, মৃদুলের কথা এখন মানুষের মুখে মুখে।

জানা গেছে, সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল দুই হাজার কোটি টাকার মালিক; এর সবটাই দুর্নীতিপ্রসূত। কানাডাসহ দেশ-বিদেশে তার অঢেল সম্পদ।

৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক এমপি এবং মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বিরুদ্ধে মেহেরপুরে দুটি হত্যা মামলা হয়েছে। সরকারি ত্রাণের কোটি টাকার মালামাল আত্মসাতের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে দুদকে মামলা হয়েছে। ক্ষমতার পালাবদলের পর স্থানীয় আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা এলাকায় থাকলেও মন্ত্রী ও তার ভাইবোন-স্বজন সবাই এখন পলাতক। অথচ ক্ষমতাকালে মন্ত্রী বাইরের ভালো লোক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের একাধিক নেতা বলেন, ‘তার আমলে দল পরিবারতন্ত্রের রূপ নিয়েছিল। জেলা কমিটিতে তার স্ত্রী, ভাই, বোন, আত্মীয়স্বজন মিলে ২৩ জন গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। মন্ত্রী পঞ্চপান্ডব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিলেন।’

তিনি বলেন, ‘মন্ত্রী গ্রেপ্তার হওয়ায় দলে স্বস্তির হাওয়া বইছে, আজকে মন্ত্রী পতিœ গ্রেফতার মানুষের মাঝে ও আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীর মাঝে নতুন সুখবর দিলো। তিনি তিনবার এমপি, প্রতিমন্ত্রী ও মন্ত্রী হয়ে প্রকৃত নেতাদের ছুড়ে ফেলেছিলেন। কর্মীরা মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল। মূল্যবান হয়ে উঠেছিল প্রশাসন, পুলিশ ও হাইব্রিড কিছু তোষামোদকারী নেতা।’

জানা গেছে, দলকে হাতের মুঠোয় রেখে মন্ত্রী ফরহাদ মেহেরপুরসহ সারা দেশের টেন্ডার, নিয়োগ, বদলি ও অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে হাজার কোটি টাকা ও সম্পদের পাহাড় গড়েছেন। পুলিশকে ব্যবহার করে অনলাইন জুয়া নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে মাসে ৪-৫ কোটি টাকা কামাতেন তার স্ত্রী মোনালিসা ইসলামের মাধ্যমে।
অনলাইন জুয়ার হোতাদের সঙ্গে মন্ত্রী ও সৈয়দা মোনালিসার সাথে

অন্তরঙ্গ ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ও অন্যান্য মিডিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সারা দেশের শিক্ষা সেক্টরের টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ করতেন মন্ত্রীর ছোট ভাই সরফরাজ হোসের মৃদুল; স্থানীয় সমাজসেবা, হাসপাতাল ও থানা নিয়ন্ত্রণ করতেন তার ভাগ্নে (মন্ত্রীর অর্থরক্ষক হিসেবে পরিচিত) আমিনুল ইসলাম খোকন; গণপূর্ত, সড়ক ও জনপথসহ এলজিইডি নিয়ন্ত্রণ করতেন মন্ত্রীর ভগ্নিপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস; সমবায়, কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদ বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করতেন তার বড় ভাই শহীদ সাদেক হোসেন বাবুল এবং সারা দেশে সরকারি হাসপাতালের ওষুধ সাপ্লাইবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন মন্ত্রী-পত্মীর পিএস জোহা। জনশ্রুতি আছে, এ নিয়ন্ত্রকদের হোতা ছিলেন মন্ত্রী ও তার স্ত্রী। এদের মাধ্যমেই অর্থবিত্তে ফুলেফেঁপে ওঠেন তিনি।

সর্বশেষ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামা অনুযায়ী, তার স্বর্ণ আগে ছিল ২০ ভরি, সর্বশেষ হয়েছে ৪৫০ ভরি; আয় ও সম্পদ সর্বশেষ ২০০ গুণ বেড়েছে।

মন্ত্রীর দুর্নীতির কথা ফাঁস করেছেন তারই ছোট ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুল। তিনি এক অডিও সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘ভাইয়ের দুর্নীতির কারণেই আজ আমরা সবাই ঘরছাড়া, পালিয়ে বেড়াচ্ছি এবং মামলার আসামি হয়েছি। ফরহাদ হোসেন নিয়োগ, বদলিবাণিজ্য প্রভৃতি দুর্নীতির মাধ্যমে ন্যূনতম দুই হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। কানাডার বেগমপাড়ায় তার বাড়ি আছে। ঢাকায় একাধিক বাড়ি আছে। সবকিছুর নিয়ন্ত্রক ছিলেন মন্ত্রী ও তার স্ত্রী। টাকা ছাড়া টেন্ডার, নিয়োগ, বদলি কিছুই হতো না।’ তিনি বলেন, ‘মন্ত্রীর স্ত্রী মোনালিসা ক্যাসিনো সম্রাজ্ঞী হয়ে পুলিশের মাধ্যমে শত শত কোটি টাকা কামিয়েছেন। ক্ষমতা হারানোর পর ৫০ কোটি টাকা দিয়েছেন মামলা থেকে রক্ষা পেতে। তাই তার নামে কোনো মামলা হয়নি। স্ত্রীর কারণেই আমার ভাই নষ্ট হয়েছে।’

জানা গেছে, মন্ত্রীর উপার্জনের বেশি অংশ পাচার হয়েছে কানাডায়। তার অবৈধ উপার্জনে কানাডার বেগমপাড়ায় বাড়ি আছে। দুবাইয়ে শারজা স্টেডিয়ামের পাশে মন্ত্রী বাড়ি কিনেছেন বলে জানা গেছে। এ ছাড়া ঢাকার মোহাম্মদপুর, উত্তরা ও বনানীতে তিনটি ফ্ল্যাট আছে। কিশোরগঞ্জ ও মেহেরপুরে আছে দুটি বাড়ি। আত্মীয়স্বজনদের নামে-বেনামে কয়েক শত বিঘা জমি ও ব্যাংকে জমা আছে বিপুল পরিমাণ অর্থ। ক্ষমতা হারানোর কিছুদিন আগে শহরে ১১ কোটি টাকা মূল্যে দেড় বিঘা

বাড়ির জমি কিনেছেন তার স্ত্রীর পিএস জোহার নামে। মেহেরপুর শহরের দীঘিরপাড়ায় ৭ কোটি টাকা মূল্যের ৯ বিঘা জমি আছে। শহরের পিটিআইয়ের সামনে তার বাবার নামে সরকারি টেক্সটাইল কলেজ নির্মাণের জন্য অধিগ্রহণকৃত এক বিঘা জমিটি তিনি ২০ লাখ টাকায় কিনে পরে সরকারের কাছে ৭ কোটি টাকায় বিক্রি করেছেন। সদর উপজেলার বুড়িপোতা, হরিরামপুর, ইছাখালী, মদনা, আমঝুপি, শ্যামপুর ও মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর, মোনাখালী ও আনন্দবাস এলাকায় বাড়ি ও চাষাবাদের শতবিঘা জমি কিনেছেন বলে স্থানীয়রা নিশ্চিত করেছেন।

মুজিবনগরে স্কাউটিং এর স্কাউট সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে পাঁচ দিনব্যাপী তারুণ্যের উৎসবে স্কাউটিং এর উপজেলা স্কাউটিং সমাবেশের উদ্বোধন হয়েছে।

রবিবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সকালে মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপজেলা স্কাউট সমাবেশের উদ্বোধন করেন উপজেলা স্কাউট সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল।

বাংলাদেশ স্কাউট মেহেরপুর জেলার সাধারণ সম্পাদক আশরাফুজ্জামান এর সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলার নির্বাহী অফিসার ও স্কাউট সভাপতি পলাশ মন্ডল বলেন, স্কাউটিংয়ের কার্যক্রম সারা বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করেছে। স্কাউটিংয়ের সদস্যদের বড় গুণ হলো তারা যেকোনো সমস্যা মোকাবেলায় হাতে কলমে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকে।

মানবতা ও সেবার ব্রত নিয়ে স্কাউটরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা অসহায় মানুষের আর্তনাদ লাঘব করতে হাত বাড়িয়ে ছুটে চলছে। তারুণ্যের উৎসব উপজেলা স্কাউট সমাবেশে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীরা এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশ গড়ার কাজে নিজেরদের নিয়োজিত করবেন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান,প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান, মাধ্যমিক শিক্ষা

অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদ, মুজিবনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইজারুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা বাংলাদেশ স্কাউট এর পোগ্রাম চীফ ও সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, উপজেলা স্কাউট সম্পাদক জহিরুল ইসলাম, প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স প্রমুখ।

উপজেলা স্কাউট সমাবেশ ও তারুণ্যের উৎসবে উপজেলার ১২ টি বিদ্যালয়ের ৯৬ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

মুজিবনগরে উপজেলা তাঁতী লীগের সাধারণ সম্পাদক গ্রেফতার

মেহেরপুরের মুজিবনগরে অপারেশন ডেভিল হান্টে উপজেলা তাঁতীলীগের সাধারণ সম্পাদক গাউসুল আজমকে (বিজন) (৪৪) গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ ।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান এর নের্তৃত্বে সঙ্গীয় এসআই কামরুজ্জান জিয়া, এসআই আশরাফুল ইসলাম, এসআই নাজমুল ইসলাম, এএসআই মনজুরুল ইসলাম সহ সঙ্গীয় ফোর্সসহ মুজিবনগর থানা এলাকায় ডেভিল হান্ট বিশেষ অভিযান ও গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিল পরিচালনাকালে মুজিবনগর থানার মামলা নং- ০১,তারিখ-০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪; ধারা- ১৪৩/৩২৩/৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩৪১/৩৮৫/৩৮৬/৩৮৭/৫০৬/১১৪/৩৪ পেনাল কোড ১৮৬০ এর তদন্তে প্রাপ্ত উপজেলার মোনাখালী গ্রামের দক্ষিণপাড়ার আব্দুস সালামের ছেলে উপজেলা তাঁতী লীগের সাধারণ সম্পাদক গাউসুল আজম (বিজন) (৪৪) এবং গ্রেফতারী পরোয়ানা ভুক্ত ১৭/২৪ এর ০৩ মাসের সাজা প্রাপ্ত আসামী দারিয়াপুর গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে তরিকুল ইসলাম ওরফে দোয়াত আলীকে(৪৭) নিজ নিজ এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়।

ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান বলেন, অপারেশনে ডেভিল হান্টের আওতায় উপজেলা তাঁতী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সাজা প্রাপ্ত একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

রবিবার দুপুরে আসামিদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে তিনি আরো বলেন মুজিবনগর থানা এলাকায় অপারেশন ডেভিল হান্টের বিশেষ অভিযান ওয়ারেন্টভূক্ত আসামী গ্রেফতার ও মাদক উদ্ধার অভিযান অব্যাহত আছে।

মেহেরপুরে প্রবীণদের দিনব্যাপী মিলন মেলা

মেহেরপুরে দিনব্যাপী প্রবীণ মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামবাসীর উদ্যোগে এ মিলন মেলার আয়োজন করা হয়। এতে এলাকার প্রায় ২০০ প্রবীণ অংশ নেন।

মিলন মেলায় আয়োজিত হয় শৈশবের বিভিন্ন খেলাধুলা, যা প্রবীণদের আনন্দে মাতিয়ে তোলে। আয়োজকেরা জানান, ইন্টারনেট আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাবে গ্রামীণ ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে, তাই তারা প্রতিবছর এমন আয়োজন চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন।

মিলন মেলায় প্রবীণরা অংশ নেন চেয়ার সিটিং, ফুটবল, বালিশ খেলাসহ বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলায়। অনুষ্ঠানের শুরুতে তরুণরা প্রবীণদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়। সকালের নাস্তায় পরিবেশিত হয় গ্রামীণ ঐতিহ্যের চিড়া, মুড়কি, দই, গুড় ও মিষ্টি। দুপুরের খাবারে ছিল ভাত, খাসির মাংস, সবজি ও ডাল।

দিনশেষে খেলাধুলায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। মিলনমেলা শেষে সবাই একে অপরের সুস্থতা কামনায় দোয়া করেন।

আয়োজক কমিটির সদস্য রকিবুল ইসলাম বলেন, “গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে আমরা গত পাঁচ বছর ধরে এই আয়োজন করে আসছি। আমাদের লক্ষ্য, প্রবীণরা যেন একদিনের জন্য হলেও শৈশবে ফিরে যেতে পারেন এবং সব দুঃখ-ক্লান্তি ভুলে আনন্দে মেতে উঠতে পারেন। ভবিষ্যতেও এই আয়োজন অব্যাহত থাকবে।”

মেহেরপুরের আমঝুপিতে জামায়েতে ইসলামীর গণসংযোগ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিনের নেতৃত্বে মেহেরপুরে গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) বিকেল পাঁচটার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নে তার নেতৃত্বে এই গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় মেহেরপুর জেলা সেক্রেটারি মোঃ ইকবাল হুসাইন, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি মাওলানা কাজী রুহুল আমিন, সদর উপজেলা আমীর মাওলানা সোহেল রানা, সাধারণ সম্পাদক মোঃ জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, আমঝুপি ইউনিয়নের আমীর আলমগীর কবির এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বিভিন্ন ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা গণসংযোগে অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরে স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়কসহ ৮ নেতাকর্মী গ্রেফতার

সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের দমনে সারাদেশব্যাপী পরিচালিত অপারেশন ডেভিল হান্টের পঞ্চম দিনে মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক মোঃ আরিফুল এনাম বকুল (৬০), মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সহ-সভাপতিসহ আওয়ামীলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগের ৮ নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত থেকে আজ শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করে পুলিশ।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা খানম পিপিএম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ৪ জন, গাংনী থানা পুলিশ ৩ জন ও সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আওয়ামীলীগের ১ জনকে গ্রেফতার করেছেন।

সদর থানায় গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক মোঃ আরিফুল এনাম বকুল(৬০), মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সহ-সভাপতি ও শিবপুর গ্রামের শরিয়ত শেখের ছেলে আরজ আলী(৫০), বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের তিন নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাগোয়ান গ্রামের মৃত ওমর আলীর ছেলে মোঃ আলতাফ হোসেন(৪৮), মহাজনপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ও একই গ্রামের মৃত খেদের আলীর ছেলে মোঃ রাসেল আহমেদ(৩১)। গ্রেফতারকৃতরা মুজিবনগর থানার মামলা নং ০১, তারিখ ৬/০৯/২৪ ধারা- ১৪৩/৩২৩/৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩৪১/৩৮৫/৩৮৬/৩৮৭/৫০৬/১১৪/৩৪ পেনাল কোড, মামলার এজাহার নামীয় আসামি। মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামের সুরোজ মিয়া বাদী হয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগে মামলাটি দায়ের করেন।

গাংনী থানায় গ্রেফতারকৃতরা হলেন, উপজেলার সানঘাট গ্রামের আবেদ আলীর ছেলে যুবলীগ নেতা মোহাম্মদ জাকিরুল ইসলাম(৩০), তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইনের ৬(২)/৭(৫)/ ৭(৬)/১০/১১/১২/১৩ ধারায় গাংনী থানার মামলা নং ১১, তারিখ- ১৯/০৮/২৪, একই উপজেলার যুবললীগ নেতা রাধাকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের সহিব উদ্দীনের ছেলে মোহাম্মদ আসিম উদ্দিন(৩৫) ও খেদমত আলীর ছেলে যুবলীগ নেতা মো: সাগর (৪৫)। তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইনের ৬(২)/৭(৫)/৭(৬)/১০/১১/১২/১৩ ধারায় দায়ের করা গাংনী থানা মামলা নাম্বার ১১, তারিখ- ১৯/০৮/২৪ রয়েছে।

এছাড়া সদর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতারকৃত হলেন, মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়ার হারু শেখের ছেলে মোঃ সোহেল শেখ। তার বিরুদ্ধে সদও থানার মামলা নং ২২, তারিখ ২০/০৩/২০ ইং, জিআর মামলা নং ৭০/২০ ইং, ধারা-২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬ (১) সারনীর ১৯ (ক)।

গ্রেফতারকৃতদের আজ শুক্রবার দুপুর আড়াইটার দিকে আদালতে নেওয়া

হয়েছে।

মুজিবনগরে ট্রাফিক পুলিশ ও ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান

মুজিবনগরে সড়কের শৃঙ্খলা ফেরাতে ও সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে অভিযান পরিচালনা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত ও ট্রাফিক পুলিশ।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পলাশ মন্ডল মুজিবনগর মেহেরপুর প্রধান সড়কের পুরন্দরপুর বাজারে এই ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন। অভিযানে মোটরসাইকেল প্রাইভেট কার সহ ভারী যানবাহন আটক করা হয়।

এ সময় বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ৭টি গাড়িকে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে ১২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

ভ্রাম্যমান আদালতকে সহযোগিতা করেন ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষসহ ট্রাফিক পুলিশ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি টিম।

মেহেরপুরে এসিআই সীডসের উদ্যোগে মাঠ দিবস

মেহেরপুর জেলার কুলবাড়িয়া গ্রামে এসিআই সীডসের উদ্যোগে “স্কার্লেট টমেটো” নিয়ে মেগা মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৪ টার দিকে অনুষ্ঠানে কৃষকদের সঙ্গে স্কার্লেট টমেটোর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা

হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসিআই সীডসের জোনাল সেলস্ ম্যানেজার মোঃ আনোয়ার হোসেন। এছাড়াও স্থানীয় ডিলার মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান রুবেল ও মোঃ নাহারুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। মাঠ দিবসটি পরিচালনা করে নমেহেরপুর টেরিটোরির মার্কেটিং অফিসার মোঃ পারভেজ আলী।

কৃষক শমশের আলী জানান, তিনি স্কার্লেট টমেটোর চাষ করে অত্যন্ত খুশি এবং ভবিষ্যতে আরও বেশি কৃষক এই জাতের টমেটো চাষে আগ্রহী হবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।

এ ধরনের মাঠ দিবস কৃষকদের উন্নত প্রযুক্তি ও চাষাবাদের আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আয়োজকরা জানান।

মুজিবনগরে পেঁয়াজ চাষীদের মানববন্ধন

পেঁয়াজের ভরা মৌসূমে পার্শ্ববর্তি দেশ ভারতসহ অন্যান্য দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ ও কৃষকের উৎপাদিত পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে মানববন্ধন করেছেন মুজিবনগরের পেঁয়াজ চাষীরা। এসময় এলাকার প্রায় শতাধিক পেঁয়াজ চাষী উপস্থিত ছিলেন।

বৃহস্পতিবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর মাঠে শতাধিক পেঁয়াজ চাষী এই মানববন্ধন করেন।

চাষীরা বলেন, পেঁয়াজ মসলা জাতীয় ফসল। এখন আমাদের দেশে যে পরিমাণ পেঁয়াজ উৎপাদন হচ্ছে তাঁতে আমাদের দেশের চাহিদা মেটানো সম্ভব। কিন্তু পেঁয়াজের এই ভরা মৌসুমে সরকার ভারতসহ অন্যান্য দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করে থাকেন। ভরা মৌসুমে বাইরের দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ করে চাষির উৎপাদিত পেঁয়াজের মূল্য নিশ্চিত না করলে আগামীতে পেঁয়াজ চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে কৃষক। আবারও মানুষকে

চারশ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ কিনতে হবে। তারা আরও বলেন, পেঁয়াজের বর্তমান বাজার দরে চাষীরা এক বিঘা জমির পেঁয়াজ চাষ করে দেড় থেকে দুই লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।

বক্তব্য রাখেন, পেঁয়াজ চাষী মনিরুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান, সোহরাব হোসেন, বায়োজিদ হোসেনসহ অন্যান্যরা।

পেঁয়াজ চাষী মিনারুল ইসলাম বলেন, এবছর আমি ৬ বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করেছি। ছয় বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করতে প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকা খরচ হয়েছে। বর্তমানে যে বাজার দর তাতে পেঁয়াজ বিক্রি করে দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা উঠবে। আমরা চাই, পেঁয়াজের এই ভরা মৌসুমে বাইরের দেশ থেকে আমাদানি বন্ধ করে আমাদের উৎপাদিত পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করুক সরকার।

চাষি সামিদুল ইসলাম জানান, এবছর আমি ১০ বিঘা জমিতে সুখসাগর পেঁয়াজ চাষ করেছি। বর্তমানে বাজারে পেঁয়াজ ২৫ থেকে ৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আমাদের কাছ থেকে ফঁড়িয়ারা ২০/২২ টাকা করে কিনে নিচ্ছেন। অথচ, এক কেজি পেঁয়াজ উৎপাদন করতে কৃষকের খরচ হয় ২৫ থেকে ৩০ টাকা। কৃষক তাঁর উৎপাদিত পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য না পেলে আগামীতে পেঁয়াজ চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তখন বাইরের দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করতে হবে। মানুষকে তিন চার শ টাকা কেজি দরে কিনতে হবে। তাই পেঁয়াজের এই ভরা মৌসুমে বাইরের দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ করতে হবে। এছাড়া কৃষকের পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে হবে।

জানা গেছে, দারিয়াপুর গ্রামের পেঁয়াজ চাষী লাল্টু হোসেন ৮ বিঘা, সোহরাব হোসেন ৭ বিঘা, লোটন হোসেন ৬ বিঘা, মধু মিয়া ১০ বিঘা, একরামুল হোসেন ৫ বিঘা, স্বপন মিয়া ১০ বিঘা, সামিদুল ইসলামের ৯ বিঘাসহ এলাকার কয়েক হাজার কৃষক সুখ সাগর পেঁয়াজের চাষ করেছেন।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর জেলা কৃষি বিভাগের তথ্যমতে জেলায় এবছর পাঁচ হাজার ৬৫ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ চাষ হয়েছে। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৮৫ হাজার ২৮০ মেট্রিকটন।

গাংনীতে শিশু বিবাহ ও জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ক মতবিনিময় সভা

গাংনী উপজেলার রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিশু বিবাহ, মানব পাচার, মাদক প্রতিরোধ ও জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে এ সভার আয়োজন করা হয়।

জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরামের সহযোগিতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এই কর্মসূচির আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মিজানুর রহমান। এতে বক্তব্য রাখেন সহকারী শিক্ষক সাহেবুল ইসলাম, আবু সাঈদ ও মাতিউন নেছা। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন মউকের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছাঃ ফাহিমা আক্তার।

আলোচকরা শিশু বিবাহের কুফল, মানব পাচারের ভয়াবহতা ও মাদক প্রতিরোধের গুরুত্ব তুলে ধরেন। পাশাপাশি, ৪৫ দিনের মধ্যে সকল শিশুর জন্ম ও মৃত্যুর নিবন্ধন সম্পন্ন করার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা হয়।

সভায় বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেন।